সন্তান

কিয়া তৃতীয়ারের মত খাবার টেবিলটি পরিষ্কার করে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ক্রল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিয়া, তুমি আর কত রান্না করবে ? বাকীটুকু ট্রনের হাতে ছেড়ে দাও।

ট্রন সংসারের সাহায্যকারী রবোট, কাজকর্মে কিয়া বা ক্রল দুজনের থেকেই অনেক বেশী পারদর্শী। কিয়া ক্রলের কথায় কান না দিয়ে বলল, কি বলছ তুমি ? এতদিন পরে আমার ছেলে আসছে আর আমি নিজের হাতে কিছু রান্না করব না ?

তোমার ছেলের বয়স আট, তার জন্যে তুমি আর কত রান্না করবে ?

কিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ছেলে– আমি তাকে পেটে– ধরেছি, তাকে আমি দেখি বছরে মাত্র একবার, তাও কয়েকঘণ্টার জন্য ! আমি জানি সে কিছু খাবে না, কিন্তু তবু তার জন্যে রান্না করতে আমার ভাল লাগে।

ক্রল হার মেনে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে সেটাই কর।

কিয়া কপালের উপর ঘামে ভেজা চুলগুলি সরিয়ে বলল, তুমি দেখ তার ঘরে যে নূতন খেলনাগুলি কিনেছি, সবগুলি ঠিক করে রাখা আছে কি না।

দেখছি।

ক্রল একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাদের সন্তানের জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরটিতে হাজির হল। কখনো সে এখানে রাতে ঘুমায় নি, কখনো ঘুমাবে না, কিন্তু তবু এখানে তার জন্যে একটা বিছানা আলাদা করে রাখা আছে, পাশে ছোট টেবিল, টেবিলের পাশে ছোট চেয়ার। দেওয়ালে রঙিন ছবি, উপর থেকে ঝুলছে নানা ধরনের মোবাইল, ঘরের একপাশে খেলনার বাক্স, নানারকম খেলনায় উপচে পড়ছে। মেঝেতে নরম কার্পেট, জানালায় রঙিন পর্দা। দেওয়ালে ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ছবি, ক্ষণে ক্ষণে সেইসব ছবি পাল্টে যাচ্ছে। ঘরের দেয়ালে লুকানো স্পীকার থেকে শোনা যায় না এরকম নরম সুরে কোমল সংগীতের সুর ভেসে আসছে। ঘরের ভিতরে একটি শিশুর আনন্দের জন্যে সবকিছু রয়েছে, যেটা নেই সেটা হচ্ছে শিশুটি।

ক্রল উবু হয়ে বসে নতুন খেলনার বাক্সগুলি খুলে ভিতর থেকে খেলনাগুলি বের করতে থাকল। তাদের ছেলে আসবে সকাল দশটায়, চলে যাবে তিন ঘণ্টা পর, তার মাঝে সে কি এই খেলনাগুলি স্পর্শ করার সময় পাবে ? ক্রল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কি প্রয়োজন ছিল এই সভ্যতার যেখানে একটি শিশুকে কার্যক্ষম মানুষ হিসেবে বড় করবার দায়িত্বটুকু নিতে হয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ? কেন তাকে সরিয়ে নিতে হয় মা বাবার কাছে থেকে ? কেন সে প্রাচীন কালের মানুষের মত মা বাবার স্নেহে, আদরে, আবদারে, শাসনে, ভালবাসায় বড় হতে পারে না ? সত্যিই কী প্রাচীন কালের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ ? কি প্রমাণ আছে পৃথিবীর মানুষের কাছে ?

ঠিক দশটার সময় ক্রল এবং কিয়ার বাসার সামনে একটা ভাসমান গাড়ী এসে থামল। নিঃশব্দে গাড়ীর পিছনে একটা দরজা খুলে গেল এবং ভিতর থেকে বের হয়ে এল কোমল চেহারার একটি শিশু। সাত আট বছরের শিশুটি একবার চারিদিকে তাকিয়ে বাসার দরজার দিকে হেঁটে আসতে থাকে। সাথে সাথে দরজা খুলে কিয়া প্রায় ছুটে বের হয়ে এসে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শিশুটি তার মায়ের বুকে মুখ গুজে বলল, মা তুমি ভাল আছ ?

কিয়া শিশুটিকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রেখে বলল, হ্যাঁ বাবা। তুই ভাল আছিস ?

আছি মা। বাবা কোথায় ?

ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রল তখন সামনে এগিয়ে এল। শিশুটি তার মাকে ছেড়ে বাবার দিকে এগিয়ে যায়, কাছে গেলে বাবা গভীর ভালবাসায় তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

শিশুটিকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল বাবা মা। তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দুজন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তারা তাদের সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকে, গভীর ভালবাসায় স্পর্শ করে, চুলে হাত বুলায়। শিশুটি মুখে একটু লাজুক হাসি নিয়ে বসে থাকে, এতদিন পরে বাবা মা'কে দেখে যেন ঠিক বুঝতে পারে না কি করবে।

কিয়া হঠাৎ আরো একবার গভীর ভালবাসায় শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের কথা তোর মনে আছে বাবা ?

আছে মা।

কেমন করে মনে আছে ? এক বছর পর পর তুই মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমাদের কাছে আসিস–

কিন্তু মা, আমাদের মস্তিষ্কে তোমাদের নিয়ে স্টিমুলেশান দেওয়া হয়। আমরা রাতে যখন ঘুমাতে যাই তোমাদের দেখি, তোমাদের কথা শুনি–

কিন্তু সেটা কি সত্যি দেখা হল ?

হ্যাঁ, মা, সেটা সত্যির মত।

তুই যখন আমাকে দেখিস তোর ভাল লাগে ?

হ্যাঁ, মা, ভাল লাগে। আমার যখন মন খারাপ হয় তখন আমি তোমার কথা ভাবি।

কিয়ার চোখে হঠাৎ এক ধরনের আশঙ্কার ছাপ পড়ে, তোর মন খারাপ হয় বাবা ?

শিশুটি একটু হেসে বলল, কেন হবে না মা ? সবার মন খারাপ হয়। এমনিতেই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়, তাছাড়া আমাদের মাঝে মাঝে মন খারাপ করিয়ে দেওয়া হয়।

ক্রল উদ্বিগ্ন মুখে বলল, কেন বাবা ? কেন তোদের মন খারাপ করিয়ে দেওয়া হয় ?

শিশুটি হেসে বলল, বাবা, আমাদের শুধু মন খারাপ নয়, আমাদের রাগ, দুঃখ, আনন্দ, হিংসা–সব কিছু শেখানো হয়। যখন তোমাদের খুব মন খারাপ থাকে তোমরা কোন কাজ করতে পার ?

না বাবা, পারি না।

আমরা পারি। শিশুটি উজ্জ্বল চোখে বলল, আমাদের যখন মন খারাপ হয় আমরা তখনো কাজ করতে পারি। আমাদের যখন অনেক আনন্দ হয় কিংবা রাগ হয় তখনো আমরা কাজ করতে পারি।

কেমন করে করিস, বাবা ?

আমাদের মস্তিষ্কে স্টিমুলেশান দেওয়া হয়। স্টিমুলেশান দিয়ে আমাদের মন খারাপ করানো হয়, যখন খুব মন খারাপ হয় তখন আমাদের কাজ করতে দেয়া হয়। সেটা আরেক রকম স্টিমুলেশান।

কী কাজ করিস তোরা ?

নানারকম কাজ। আমাদের কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরী পড়তে হয়, সুপার কন্ডাক্টিভিটি শিখতে হয়। নানা রকম মডেল থাকে, টেকনিক্যাল প্রজেক্ট করতে হয়–

তোরা সব করতে পারিস ?

শিশুটি লাজুক হাসি হেসে, বলল, পারি মা। আমি গত পরীক্ষায় সবগুলো বিষয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি। ব্ল্যাক হোল কেমন করে এসেছে তার উপর আমার একটা পেপার জার্নালে ছাপা হয়েছে।

পুত্র গর্বে গর্বিত মা তার আদরের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

শিশুটি তার ঘরে ঘুরে বেড়াল, তার জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরটিতে তার খেলনাগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখল। তার বিছানায় পা দুলিয়ে বসে হলোগ্রাফিক ছবি দেখল। মায়ের পিছু পিছু হেঁটে হেঁটে টেবিলে খাবার এনে দিল। গৃহস্থালী রবোট ট্রনের সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করল, বাবার ঘাড়ে উঠে ঘরময় ছুটে বেড়াল।

দুপুরে কিয়া, ক্রল এবং শিশুটি এক সাথে বসে খেল। শিশুটি খাওয়ার ব্যাপারে একটু খুঁতখুতে-অনেক রকম খাবার রান্না হয়েছে তবু কোনটাই তৃপ্তি করে খেল না। সবগুলি থেকে একটু একটু করে খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে উঠে পড়ল।

কিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, যে কয়েক ঘণ্টা সময়ের জন্যে সে এক বছর থেকে অপেক্ষা করছে সেই সময়টা শেষ হয়ে আসছে। আবার এক বছর পর তার সন্তানটি কয়েকঘণ্টার জন্যে আসবে। গভীর বেদনায় তার বুকটা দুমড়েমুচড়ে ভেঙ্গে যেতে চায়।

শিশুটি কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে তার জুতোগুলি পরে নেয়। হাতের ছোট ব্যাগটি তুলে নিয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আসি মা ?

মা চোখের অশ্রু ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে শেষবার আলিঙ্গন করে বলল, আয় বাবা।

শিশুটি ক্রলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আসি বাবা।

ক্রল শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আয় বাবা। ভাল হয়ে থাকিস।

শিশুটি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সাবধানে চোখের পানি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নেয়। ভাসমান গাড়ীটার কাছাকাছি যেতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। শিশুটি মুখ ঘুরিয়ে একবার পিছনে তাকিয়ে গাড়ীর ভিতরে ঢুকে যেতেই নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সাথে সাথেই ভাসমান গাড়ীটা ছোট একটা গর্জন করে উপরে উঠে যায়।

* * * * *

শিশুটি ম্লান মুখে একটা ছোট চেয়ারে বসে আছে। পাশে দাঁড়ানো মধ্যবয়স্ক একজন লোক নরম গলায় বলল, মন খারাপ লাগছে ?

শিশুটি কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল।

এক্ষুনি তোমাকে আনন্দের স্টিমুলেশান দেয়া হবে তখন তোমার মন ভাল হয়ে যাবে। যাবে না ?

শিশুটি আবার মাথা নাড়ল।

তার আগে তোমাকে ডাউনলোড করতে হবে, মনে আছে ?

শিশুটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে শোনা যায় না এরকম গলায় বলল,

মনে আছে।

তাহলে দেরী করে কাজ নেই। এস, শুয়ে পড়।

শিশুটি বাধ্য ছেলের মত এসে পাশে রাখা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মৃদু গুঞ্জন করে মাথার উপরে একটা চতুষ্কোণ যন্ত্র নেমে আসতে থাকে, লাল একটা বাতি জ্বলে উঠে এবং উচ্চ কম্পনের একটা তীক্ষ্ণ শব্দের গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে। শিশুটি ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ভাসমান গাড়ীর সামনে থেকে সোনালী চুলের একজন কমবয়সী মেয়ে এগিয়ে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ডাউনলোড শুরু হয়েছে ?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, হ্যাঁ।

এখন কাকে ডাউনলোড করছ ?

পরের জনকে। শহরতলীতে থাকে বাবা মা, একশ এগারো তলা এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ছিয়ানব্বই তালায়।

কতক্ষণের জন্যে পাবে বাচ্চাটাকে ?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মনিটরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বাবা মা পাবে দু ঘণ্টার জন্যে।

বাচ্চার চেহারার পরিবর্তন করতে হবে ?

হ্যাঁ। চোখগুলি এখন হবে নীল, চুলটা হবে লালচে।

কাজ শুরু করে দেব ?

হ্যাঁ দাও। বাবা মা এক বছর থেকে অপেক্ষা করছে তাদের আরো অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না।

সোনালী রংয়ের চুলের মেয়েটি বলল, ঠিকই বলেছ।